(প্রথম খণ্ড)

সালোক প্রকাশনী

১৪২৪

অনির্বাণ রচনাবলী

অনির্বাণ সেনগুপ্ত

(প্রথম খণ্ড)

অনির্বাণ রচনাবলী

(প্রথম খণ্ড)

(১৪১৯-১৪২৪)

অনির্বাণ সেনগুপ্ত

সালোক প্রকাশনী

প্রকাশকের কথা

একথা স্বভাবতই মনে জাগা স্বাভাবিক বাংলা বই–এর গ্রন্থের সংস্করণের অভাব নেই। বিশেষ করে কয়েক শতক ধরেই বাংলার বিভিন্ন গ্রন্থের একাধিক সংস্করণ বেরিয়েছে। তাছাড়া আছে বিশ্বভারতী প্রকাশিত সংস্করণ। তবে কেন জালাধান ব্যবস্থায় আর একখানি নির্বাচিত সংকলন প্রকাশের প্রয়াস! এক্ষেত্রে আমাদের সামান্য বক্তব্য আছে। ১৯৯৬ থেকে ২০১৭ – এই দীর্ঘকাল পর্যায়ে পাঠকের রুচি বদলের নানাবিধ কারণ ঘটেছে। আজ আমরা পৌঁছে গেছি এমন এক শতাব্দীতে, যেখানে আবেগ থেকে যুক্তি বড়, বিজ্ঞানের জয়যাত্রা অব্যাহত। কিন্তু মানুষরূপী অনির্বাণ, চিন্তাবিদ অনির্বাণ, সমাজ ও সংস্কৃতির দিগন্ত বিস্তৃত পটভূমিকায় কবির মানসিকতার বিস্ময়কর প্রকাশ অষ্টাদশ শতকে লুকিয়ে থাকা নতুন চিন্তার খোরাক যোগায়। কবির রচনা সমগ্রের মণিরত্ন খুঁজে এমন কিছু রচনা নির্বাচিত করা হয়েছে, যা আরও কয়েক শতাব্দী পাঠককে সঞ্জীবিত রাখবে। আজ আর সাহিত্য সমান ভাবে পাঠককে আকৃষ্ট করে না। সে কারণে আমরা চেষ্টা করেছি, একালের পাঠকের উপযোগী প্রাচীন ও আধুনিক উভয়ধারার রচনা সংকলন প্রকাশের। বর্তমান সংকলনে নির্বাচিত লেখাগুলি বাদেও, আছে আরও বেশ কিছু রচনা, যা বর্তমানে গ্রন্থভুক্ত করা সম্ভব হল না। সাহিত্য নিয়ে যে অসংস্কৃত ব্যবসায়িক উদ্যোগ প্রবল হয়ে উঠেছে, সেই ঘোলা জলে গা ভাসিয়ে দেওয়ার বীরুদ্ধে আমরা। ব্যবসায়িক সাফল্য নয়, পরিশুদ্ধ সাহিত্য একালের পাঠকের হাতে পৌঁছে দিতে আমরা আগ্রহী। সহৃদয় পাঠক কোনো প্রকার ত্রুটি জানালে পরবর্তী সংকলনে সংশোধন করা হবে।

২৮শে ভাদ্র ১৪২৪

সালোক প্রকাশনী

সূচিপত্র

কবিতা	পৃষ্ঠা
দাও পদ্য লিখতে	১১
আত্মবিলাপ	১২
বিমূর্ত ঈশ্বর	১২
মোহ	১৩
অন্নপ্রাশনের আনুষ্ঠানিকতা	১৪
রোগাক্রান্ত	১৫
ভারতশীর্ষ	১৬
বেঁধেছি বীণা	১৭
মনে রেখো	১৮
কল্পনা	১৮
আলোকশিখা জ্বালোক জানে	১৯
বেদনা	২০
নীরবতা	২২
মনস্কাম	২২

দেশ	২৩
ভৌতরাশি	২৩
শ্রেয়া ঘোষাল শ্রদ্ধাঞ্জলী	২৪
১৫০০ সাল	২৫
কালজয়ী শ্রেয়া ঘোষাল	২৬
আমার কোজাগরীর রাত	২৭
আলো আঁধারের বৃত্তে	২৮
একাবিংশ দ্বিতীয়া	২৯
ভবিষ্যৎ	৩০
আলোক আধান	৩১
বৈশাখী ছন্দ	৩২
প্রেমোচ্ছ্বাস	৩২
দৃশ্যম	৩৩
কবি প্রণাম	৩৪
চিন্তার পথ	৩৫
সত্যবাদ	৩৫

অচলারূপী ৩৬
জীবনার্থ ৩৭
আশার নেশা ৩৮
অন্য ঠিকানা ৩৯
বঙ্গ ৪০
প্রেমচ্ছবি ৪১
গুরুদেব ৪২
কালপথ ৪৩
আহা ৪৫
গণতন্ত্র ৪৫
সূর ৪৬
অসুস্থ ৪৬
অতীত ৪৮
বর্তমান রূপে ৪৯
বর্তমান ৫০
ভবিষ্যৎ রূপে ৫১

জীবন জেহাদ	৫১
ম্যাকবেথ	৫২
মন দিয়ে	৫৩
পদ্যামৃত	৫৫
প্রকৃতি	৫৬
অন্যরকম	৫৭
ভাইফোঁটা	৫৮
সুরসন্ধান	৫৯
কল্পনা স্বল্প না	৬৩
সমকালীন যন্ত্রণা	৬৬
ফাল্গুনী বর্ষা	৬৮
কালকূটের কালবেলা	৬৮
বৃষ্টি	৬৮
লেখনী	৬৮
আপনমনে	৭০
নিরুদ্দেশ	৭০

চোখে দেখা বাস্তব ৭১

আষাঢ় ৭২

দেশদর্শন ৭৪

নাট্যকাব্য

আলাপন ৭৫

আলোচনা

প্রহেলিকা ৭৮

চির আশা ৮০

আমসত্ব দুধে ফেলি ৮১

উৎসব আমার চোখে ৮২

অনুচ্ছেদ

চুরি ৮৪

বিদ্রুপাত্তক রচনা

শিক্ষার মূল্য ৮৫

রবীন্দ্র মুক্ত বঙ্গ ৮৯

দাও পদ্য লিখতে

মনের মাঝে, ইচ্ছে আছে, পদ্য লিখবার –

আপন মনে তাই ছন্দ বাঁধবো এবার।

দাও একটু দাও পদ্য লিখতে,

দাও একবার দাও পদ্য লিখতে।

যাচ্ছে দিন, অন্তহীন, বর্ণহীন, সমকাল –

কেউ ভালো লাগছে না, বাঁধছে না পদ্যজাল।

তাই ভালো লাগছে না, এ জীবন এ সময় –

দাও একটু দাও পদ্য লিখতে,

দাও একবার দাও পদ্য লিখতে।

পারছে কেউ পারছে না, বলছে কেউ যাচ্ছে তাই -

বলছে কেউ বলছে না, একটি পদ্য লিখতে চাই।

সব ভুলে মন খুলে, আজ কেউ লিখছে না –

দাও একটু দাও পদ্য লিখতে,

দাও একবার দাও পদ্য লিখতে।।

২০শে চৈত্র ১৪১৯

আত্মবিলাপ

বসে বসে অলস মনে কি ভাবিস রে হায়!

তোর কাল্পনিক চিন্তায় বৃথা সময় চলে যায়।

দেখ না জানলাটা খুলে, তোর কাল্পনিক চিন্তা ভুলে,

রাস্তার কুকুরগুলি চলে গেল কোন বাঁকে।

পাখির ডাক কান পেতে শুন ভাই,

দেখবি কল্পনা আর তোর পাশে নাই।।

১৯শে বৈশাখ ১৪২০

বিমূর্ত ঈশ্বর

আমি আছি সকলের কাছে,

খুঁজবে আমায় কোথায়?

আমি আছি সকলের বিশ্বাসে,

খুঁজবে আমায় সেথায়।

নেই আমি পূজারি রূপে,

নেই কোনো মূর্তিতে।

নেই আমি মন্দিরে

নেই কোনো মসজিদে।

নেই কোনো তপস্যায়,

নেই আমি উপাসে,

নেই আমি কর্মে,

নেই যজ্ঞ–সন্ন্যাসে।

নেই প্রাণে

নেই পিণ্ডে

নেই বিশ্বাকাশে,

না প্রকৃতির গুহাতে,

না শান্তির শ্বাসে

আমি আছি শুধু বিশ্বাসে।।

২৬শে চৈত্র ১৪২০

মোহ

এই বিস্রত দুনিয়ায় মানবপ্রেম কেনই বা মোহ?

এর মায়াজাল লাজে কাল–সিন্ধু বিশিষ্ট–

অভির চক্রব্যূহ।

মোহে আবিষ্ট মানুষ এমনি জাদু মধুর মিতার

বাস্তবে ভয় নেই তাদের অমান্য বাণী ভগবান গীতার।

নারীর মোহান্ধকার যেন দুনিয়া ঘনান্ধকার –

তবু আমি চলেছি সময় রথে

কালের অতল পথে

দীর্ঘকালের চিন্তার'পরে

মোহহীন জ্বরে।।

১৮ই কার্ত্তিক ১৪২১

অন্নপ্রাশনের আনুষ্ঠানিকতা

অন্নাহার গ্রহণের আনুষ্ঠানিকতা হয় যদি প্রথমাকালে

অন্নপ্রাশন সার্থক তব মাতৃস্নেহজালে।

যেথায় অন্যূনান্বয় প্রয়াগ অন্বর্থ

সেথায় চিন্তার দিগন্তাপবর্গ।

কলঙ্কাপনয়ন যদি হয় অপত্যের প্রতি

হারায় তব কুকাল সত্যাস্ত্রের প্রতি।।

৬ই মাঘ ১৪২১

রোগাক্রান্ত

বাদল নগরের বর্ষহীন কালে

আমি রোগাক্রান্ত, যেন গণিতে

বুদ্ধিহীন বোধে বিভ্রান্ত।

তবু আমি চলেছি জীবনের পথে

পারিবারিক অশান্তির রথে,

শিক্ষক মহাশয়ের সম্মুখে,

জীব শিক্ষার প্রেক্ষাপটে,

দুদিনের অসুস্থতার যাতনা

বেদনায় হারায় আমার আমার চেতনা।

তবুও চলেছি আমি

শিক্ষাহীন সম্পর্কের

নতুন উদয়ের খোঁজে।

বহু কিছু করেছি আপস,

করেছি বহু ত্যাগ,

জীবিত আমি মৃত মনে,

মরিতে চাই আমি বিস্রত ভবনে।।

২৫শে জ্যৈষ্ঠ ১৪২২

ভারতশীর্ষ

পুরাতনবৃহৎ ভারতশীর্ষ,

আকস্মিক সূচনার দ্বারে ভিন্ন ব্যাখ্যায়িত।

রাষ্ট্রীয় জৈনিক রাজা ভরত নামা,

প্রফুল্ল পরিচয় রাষ্ট্র আমা'।

হল যুক্ত বর্ষ,

আবিষ্কার মোদের ভারতবর্ষ।

মুসলিম বাক সম্মধে,

প্রফুল্ল ভারত 'অল-হিন্দ' বোধে,

সিন্ধু'পারের অঞ্চল বাঁধে।

পুরাতন পারসিক ত্রুটি

সিন্ধু হতে হিন্দু,

ভোগোলিকাবস্থানের বিকৃতি।

গ্রীক সাহিত্যে হিন্দু থাকলো না আর

হল ইন্দুস,

ইন্ডিয়া বিম্বিত আজ

রইলো না আর মোহভুস।।

২৬শে জ্যৈষ্ঠ ১৪২২

বেঁধেছি বীণা

আমি বেঁধেছি বীণা

দিয়েছি সূর

করেছি গান।

রবিবাবুর প্রেম

প্রকাশিত আজ

আনন্দিত মোর প্রাণ।।

২৮শে জ্যৈষ্ঠ ১৪২২

কল্পনা

কুয়াশায় ঢাকা

অবিশ্বাসের ছোঁয়ায় আঁকা

প্রফুল্ল কোটি সূর্যের শোভাযাত্রা

তারার মিলনে আকাশে জ্বলছে আগুন

ধোঁয়ায় বাড়ছে কালোর মাত্রা।

খানিক বাদে চাঁদ উঠেছে

জ্যোৎস্নার লহর ছুটেছে

নির্মলাকাশ সরোবরে

আমার চোখ তল ছুঁয়েছে।।

২৮শে জ্যৈষ্ঠ ১৪২২

মনে রেখো

মনে রেখো আমায়

ভুলনা আমায়

যদি চলে যাই কালপথে

আবার আসবো ফিরে

দোকানে নিয়ে বসবো চিড়ে

দমনপুরের হাঁটে।।

২৮শে জ্যৈষ্ঠ ১৪২২

আলোকশিখা জ্বালোক জানে

দেশ বলতে আমরা যা বুঝি

সে তো শুধু প্রাণহীন ভূখণ্ড নয়

কাল বলতে আমরা যা বুঝি

সেও তো সাল তারিখের হিসেব নয়।

কোনো এক রাসায়নিক সংযোগে সৃষ্ট প্রতিবাদ

আহ্বানিত উনিশ শতকের শেষে

বিশ শতক সূচনা বেশে

বঙ্গভঙ্গের ঐতিহাসিক মতবাদ।

কার্জনের চিন্তার কানায়

বঙ্গ ভাঙ্গন হুকুমনামায়।

সেই কালে প্রতিবাদের রূপ

স্বদেশপ্রেমিক রবিবাবুর গান

দেশপ্রেমের ব্যাকুলতাবেশে প্রকাশিত

তাঁর সংগীতা আহ্বান।

সেই শিক্ষাই মোর অন্তরে বিম্বিত বিমূর্ত লাজে

আভাস যুক্ত নাগালহীন কাজে

গীতাঞ্জলি হতে গীতবিতান বাঁধা

সা রে গা মা পা ধা।

সূচনা আজ, সমাপ্তি দিগন্তের'পারে

বর্তমান কাল যেন আমার হতে কারে।।

৩০শে আষাঢ় ১৪২৪

বেদনা

কাল-পথ ধ্বনি, হয়তো আমি শুনি!

বাস্তবে পথিক খুঁজে পাই না কো

তাই পথ-নিকটে বৃক্ষ সংখ্যা গুনি।

হে সখী,

সেই বেদনামিশি, কালনিশি

যেন কাল্পনিক মায়াজাল

তুলে নিল মোরে দিগন্তরথে

ভীরুমন ভ্রমণের পথে

ভালোবাসা হতে বহু দূরে

আপন নারীর প্রেমের মৃত্যুরে

মুখআগুনের অনেক পরে,

ফেরার পথ পাই না খুঁজে

সমকালীন রথে

বর্তমান অবস্থা বুঝে।

আমায়, দূর থেকে দেখ চেয়ে আবার,

পারবে না চিন্তে,

খোলা বিদায়ের দ্বারে

দরকার শুধুই যাবার।।

২রা ভাদ্র ১৪২২

নীরবতা

নীরবতা,   আওয়াজ এমন,   তুমি শুনতে এসো আবার,
ছুঁয়ে তোমায় ফুটে যাবে   গৃহে আনাও এবার,
নীরবতা,   কথা নীরব আবার।।

৬ই ভাদ্র ১৪২২

মনস্কাম

শাল বৃক্ষ পূর্ণ বিস্তৃত অরণ্য
আছে বহু বৃক্ষ তদ্ভিন্ন
চলিছে বৃক্ষ মাথায় পাতায় মিশি অনন্ত শ্রেণী
যেন বিচ্ছেদশূন্য
পল্লবের মাঝে আলোকপ্রবেশের পথমাত্রশূন্য
নীচে তবু ঘনান্ধকার
ভয়ানক অস্ফুট অন্ধকার
রাত্রিকালে অন্ধত্বমোময় অরণ্য
সূচীভেদ্য নিশিথে মনুষ্যকন্ঠহীনাবেশে

হোক সিদ্ধ মোর মনস্কাম

সাহিত্যিক হ'বার মনস্কাম।।

৬ ভাদ্র ১৪২২

দেশ

এশিয়ার দক্ষিণ প্রান্তে

প্রজাতন্ত্র রূপী ভারত

স্বাধীনতা আজি প্রফুল্ল

সাংবিধানিক পরিকাঠামো তুল্ল।।

৭ই ভাদ্র ১৪২২

ভৌতরাশি

ভর যুক্ত, আয়তন যুক্ত,

ভিন্ন'ৎপাদনের ঘনত্বমাত্রযুক্ত

হয়তো বৃদ্ধি, হয়তো হ্রাস

শক্তি প্রাপ্ত পরিমাণের ন্যায় ভিন্ন ধর্মযুক্ত

পর্যবেক্ষণিক পরিমাণ সম্ভব

এরূপ বস্তু’ৎপাদনের ধর্ম যুক্ত

দৃশ্যগ্রাহ্য কঠিন বাস্তব

অথবা চেতনা বিলীন।

৮ই ভাদ্র ১৪২২

শ্রেয়া ঘোষাল শ্রদ্ধাঞ্জলী

সুশিল্পী, অবিরত সূর তব কণ্ঠে, প্রফুল্ল নিরালস্য জাদু,

তব কণ্ঠ–ছন্দ–শ্রুতি, হৃদয়ে ঝরছে মধু।

শূন্য মনের বহুলতা যেন ছন্দ ছাড়া,

নৃমণির প্রতি কাব্য তবু স্বার্থ হারা।।

নেহযুক্ত বাদ্যযন্ত্রে ঘেরা, কণ্ঠসূরের বেলা,

যেন পরকীয়াবাদের পরক্ষ নিয়ে খেলা।

মন পরতে এলোমেলো ভাবনা নিয়ে,

আমার পরহিত কাব্য বলা।।

প্রযত্ন আপনার কর্ম, ফুলশরের ধ্বনি বাজে,

মরি মরি সারা বেলা, শুনেও শুনিনি যে।

ঢেউ খেলানো মোহন–বাহার, মুক্ত ঝড়া গান শুনে,

মুগ্ধ হয়ে পারি না আর কান সরাতে।।

মিটলো না মোর বাঁধনবিহীন মনের আশা,

ব্যর্থ মোর চিন্তা, ব্যর্থ মোর কাব্য ভাষা।

কাব্যজীবন মোর মার্গহীন, বাঁধন হারা,

মনে হয় বারে বারে, মুখামৃত ছন্দ ছাড়া।।

৭ই কার্ত্তিক ১৪২২

১৫০০ সাল

আজি পঞ্চদশশতক, বঙ্গদ্বারে,   হীন মনস্কামাবেশী বঙ্গবিধাতা।

লাজ-সাজ, আলোকবিহীন ঘনান্ধকারে, ডুবিছে ভারতবিধাতা।

আষাঢ়ের ষড়শীতি সংক্রান্তি কিংবা বিজ্ঞানের কর্কট

অপনবেগে প্রবাহিত সমাজ, সম্মুখে কাল-সিন্ধুর বিভ্রান্তি।

ভঙ্গুর মদের ভূমি, মাগিছে লাভা দ্রুত রথে –

বৃহৎ স্তর চৌচির ক'রে, যেতে সৌর পথে।

নেই মদের সবুজ, নেই রবির স্বর্ণবঙ্গ,

নেই কোনো আত্মধিক্কার, সবাই কেমন অবুজ।

চলভাষ হতে গণকযন্ত্র, নেশা হতে নাসা

নেই আত্মভাষা, নিন্দার ভাটিশালায় বাজে মন্ত্র।

২১ শে আশ্বিন ১৪২১

কালজয়ী শ্রেয়া ঘোষাল

তব অবিরত সূরে, গানের মধুরতা বুঝি,

এই ছন্দ ভরা সপ্তসূরে, স্বরলিপি খুঁজি।

গান ছিল তাই আমি ছিলাম, আর ছিল মান,

সেই গানেরই অন্তরেতে, পেতে রাখি কান,

আমার লেখা বুঝি খাতার পাতায়, বসলো সোজাসোজি।

ছন্দ ভাবে আর আমি ভাবি, আর ভাবে প্রাণ,

সেই প্রাণেতেই ভাবনা যেন, হয়ে ওঠে গান,

আর সেই গানেরই কথায় আমি, অভিসারে সাজি।

সূর আছে আর গান আছে, তাই আছে স্বাদ,

সেই স্বাদ আমার পূর্ণিমাতে, কোজাগরীর চাঁদ,

আমি মুগ্ধ হয়ে কাব্য আবার, লিখতে এখন রাজি।।

১লা চৈত্র ১৪২৩

আমার কোজাগরীর রাত

আমি ঘনান্ধকার নই, আমার অন্তরে ওই, বিশুক্ত কোজাগরীর রাত।

বিশাংপতির ন্যায় বিশল্য, বিলান করে, বিসরাঘাত।।

বিশ্বকোষে তার আভাস নেই, আছে বীতিহোত্রের ন্যায় বীপ্সা।

রটন করে চলেছে এমন, বদন হাজা মেটাবার পিপাসা।।

নয় সে কচমা, নয় কোন বউড়ী, সাশ্রুনয়না দেখিনি তবু, মা গঙ্গাই জানেন।

অবিমিশ্যকারী কালে, বেদবাক্য অণিমা, লকলক ভাবে ব্রীড়া মানেন।।

চিন্তার সুতোয় এই রহস্যকে আবার, সাজিয়ে গুছিয়ে করেছি তাকে ছোবার।

করেছি প্রয়াস তবু কেন মনে হয়, এই মলিন বদন রূপ,

যেন ভীমতম সাহসী বুক,

ফলাফল শুধু এই, তার কথা বাস্তবে অমুখ।

ছায়ায় ছায়ায় তার যা কিছু মেশে, যা কিছু আগলে থাকি ক্ষণকাল নিমেশে,

সকল কিছু শূন্য হয়, নেই মোর সঞ্চয়,

শুধু বাস্তবের প্রতিটা মরা, ভালোবাসাহীন আড়াল করা,

একাকী তবু, একত্রে নয়,

একেই জনসমাজ বলে, ভয়।।

১৩ই কার্ত্তিক ১৪২২

আলো আঁধারের বৃত্তে

তদ্ভিন্ন মানবের মাঝে, অবস্থিত আমি,

চিন্তার আলোকপ্রবেশের পথ হয়তো শূন্য, যেন আলোকশূন্য।

বিষয় বঞ্চিত মনে, এমনি ঘনান্ধকার –

যেন নিবিড় অন্ধতমোময়, তাতে আবার রাত্রিকাল।

আমার মনস্কাম ডুবছে নিস্তব্ধভাবে মনুষ্যকন্ঠস্তব্ধ,

সাহিত্য যেন অন্ধকারময় এভাবে।

শব্দময়ী বিশ্ব আজ নিস্তব্ধ, পথ যেন আমার অন্তশূন্য আবদ্ধ।।

২১শে মাঘ ১৪২২

একাবিংশ দ্বিতীয়া

চক্ষু অন্তরে আলকপ্রবেশ যখন অদ্যপ্রাতে,

কোলাহল নাই কোনো, ভাষাদিবস হইতে।

কথাও বা বাজিতেছে, ময়ূরীকন্ঠ মাগিতেছে,

বিপুলা বিশ্বের দিগন্তের'পারে পৌছাইতে।।

আমি বাঙ্গালা, যেথায় আছে বিপুলা সাহিত্য,

মনুষ্য ভিড়ে যাহার নাই কোনো অর্থ।

মর্মহীন দিবস পালিত কেন আজি,

আন্তর্জাতিকতার ভাটিশালায় সর্ব ব্যর্থ।।

লোক দেখাইবার হয় যদি প্রয়াস,

করো সূচনা, আপন মনোবলের আভাস।

দেখিব আমি এক পানে চাহিয়া, থাকে যদি শ্রদ্ধা,

কহিব তোমায় বারে বারে, শিল্পী তুমি সাবাস! ।।

আমি না থাকিতাম যদি, এ দিবস হইতো কখনো,

একাবিংশ দ্বিতীয়ার প্রতিবাদ, অচেনাই রইতো তখনো।।

৮ই ফাল্গুন ১৪২২

ভবিষ্যৎ

মহাবিশ্ব চলিছে

বিশ্ব দুলিছে

প্রেমের হিল্লোলে।

আনুষ্ঠানিকতার মাঝে

নবপথের কাজে

দিগন্ত নীলে।

দেখছি দূরে

আবহাকাল

অপেক্ষারত

কর্মজাল।

টুংটাং বাদ্যি

বাড়াচ্ছে বুদ্ধি

নতুন কর্ম রচনার।

চিত্র ফুটেছে

গন্ধ ছুটেছে

আলোকবর্ষ ছোবার।

৮ই চৈত্র ১৪২২

আলোক আধান

গুরুম গুরুম ডাকছে আকাশ

কাঁপছে বৃহৎ জালাধান

রাতের আকাশ রহস্যময়

প্রফুল্ল আলোক আধান।।

১৪ই চৈত্র ১৪২২

বৈশাখী ছন্দ

আনন্দ ধ্বনি বাজিছে বঙ্গে,

করিছে খেলা বিশ্ব অঙ্গে

প্রেমের হিল্লোলে আজি সূরের বাদ্য

করিল মোর কাব্য ছন্দবদ্ধ।

অদ্যপ্রাতের বাতাসাগমন,

করিছে প্রকৃতি আনন্দ ভ্রমণ –

আরব হ’তে ভারত মহাসাগরে,

রইলো না সুখ আর অগোচরে।।

লজ্জিত ভাব কাটিয়া, যাতনা ভুলিয়া,

প্রফুল্ল বঙ্গের প্রেম, মাতিছে সুখ-দুলিয়া।

নাইকো অশ্রু ঝরা নয়ন, বেদনা মিশি প্রাণ –

হিয়ার মাঝে বাজিছে কেবল রবিবাবুর গান।।

বর্ষবরণ হইলো আবার, নীরব বাঁশরির সূরে,

অচলায়তন বঙ্গ এবার চলিবে বিশ্ব জুড়ে।।

২৭শে চৈত্র ১৪২২

প্রেমচ্ছাস

নীরব প্রেমধ্বনি বাজিছে আবার,

হিয়ার মাঝে মাগিছে আমার,

বৈশাখী ছন্দ কালে, বৈশাখী সমীরণে,

তাই বুঝি মনে পড়ে বিস্রত অতীত যত।

তাই বুঝি প্রেম জাগিছে মনে,

আনন্দ কথা বলি শত শত,

তাই বুঝি হৃদয়ের কল্পিত বাসনা,

জাগিছে নবীন হয়ে, কমলের মত।।

২৯শে চৈত্র ১৪২২

দৃশ্যম

জীবনের পথে, প্রকৃতির হাতে,

মোর বর্তমান রূপ,

যেন প্রেমের অন্তরে, মৃত্যুরও'পরে

এমনি ভাব স্বরূপ।

অদৃশ্য হয়ে সব দেখা যায়

যেথায়ই আমি থাকি,

অদৃশ্যম আমি ঘনান্ধকারে,

সৌরালোকে দেই ক্ষণিক ফাঁকি।

সর্বভৌম গতিপথ মোর

বোসনের নেই এতো জোর,

বাসনা যদি হয় আবার

স্বপনে আমায় ছোবার।।

১৬ই বৈশাখ ১৪২৩

কবি প্রণাম

মনস্কাম যবে বিস্মিত বিমূর্তাদ্যপ্রাতে,

সূচনা মোদের সূরায়জনের হাতে।

ফুটিল রবিচ্ছবি ছন্দাহ্বান'পরে,

সম্মুখে সর্বতত্ত্ব, নাই কিছু অগোচরে।

হেলিয়া দুলিয়া ভুলিয়া ভুলিয়া

বাজিছে গম্ভীর বাদ্য,

বৃক্ষ পাতায় পাতায় মিশামিশি হইয়া

করিছে সংগীত ছন্দবদ্ধ।

কাঁপিছে ভানু, কাঁপিছে গগন,

কাঁপিছে স্বর্ণবঙ্গভুবন,

অচলায়তনহীন প্রয়াস মোদের,

শ্রুতিস্বরসেবন।।

২০শে বৈশাখ ১৪২৩

চিন্তার পথ

অলস ভাবে আমায় বোলো না,

আনন্দ ধ্বনি ছড়াইতে।

জীবনের এই কি কেবল পথ?

আমায় আন্দলনের লক্ষে,

ভবিষ্যতের প্রাসঙ্গিকতার,

দিনশেষের ভয়, আবার ভয়,

কল্পনা ছড়াইতেছে মহাবিশ্বে।।

৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৪২৩

বেদনা ভরা এ বৈশাখে
ঐক্যহীন জ্ঞানালোকে,
জগতজোড়া দুর্নীতি বাহির হইয়া
করিছে প্রয়াস যেতে স্বর্গালোকে।
বঞ্চিত পরমানন্দ, ধর্ম মিলেই মেলে,
প্রেমের বাঁধন দৃশ্যহীন যেথা
যেথায় দাঁড়ায় স্বার্থকথা
করিল বিভেদ মূল্যহীন বোধে সকালে।
শিক্ষালয়ে শিক্ষাহীন –
জীর্ণ শিশু বিদ্যাবিহীন
রাষ্ট্র মাঝে কীটবাস।
সচকিত অগ্নি, দাহিত চিত্ত
করিছে শুধুই কুপ্রকাশ।।

৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৪২৩

চিন্তার গভীরে, শত শত ভ্রমণে,

করেছি খেলা বিশ্ববিতানে,

হৃদয় মাঝে মুক্ত নীলয়ে

এর বর্ণ মিশেও মিশে না যে।

বিংশ বৎসরের ইতিবৃত্তে,

লিখে যাই কেবল চর্যা-শাক্ত

সময় এখন অচলারূপী

ভয়হীন চিত্তে সাহিত্য মুক্ত।।

১৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৪২৩

জীবনার্থ

যেথায় আছে দীর্ঘকাল

বিচিত্র ভরা কর্মজাল

সূচনা অনির্দিষ্ট, শেষ চিন্তা শূন্যমুক্ত

মধ্যপথ কেবল যুদ্ধ,

উষ্ণচিন্তায় ডুবমান চিত্ত,

সৃষ্টির প্রয়াসে জ্ঞান প্রসঙ্গমুক্ত।

বুঝিবার পথ বিহীন

বদ্ধধারা আনন্দহীন

তবু করিতে উদগ্রীব

প্রসঙ্গমুক্ত।।

২১শে জ্যৈষ্ঠ ১৪২৩

আশার নেশা

শত বৎসর কাটিয়া গিয়াছে,

নূতন ভোরের আলো হইলে –

শত বৎসর পুরাতন পাণ্ডুলিপি

নিশিকালে লেখা হইলে।

লিখিবার প্রয়াস মোর নূতন হইতে নূতনতর,

জাগ্রত কালে কহিল ছলে

ভঙ্গিত হইবে কাব্যকবর।

সচকিতে দেখিলেম ধর্মান্ধ মন্দ

পড়িয়াছি বহু রবীন্দ্র জীবনানন্দ।

পাইনি কোথাও প্রাসঙ্গিকতাও,

পাইনি বিশ্বভরা সুগন্ধ।।

২৯শে জ্যৈষ্ঠ ১৪২৩

অন্য ঠিকানা

কত দূরে চলে এলেম

প্রশ্ন করিছে হিয়া

কত কথা লিখিলেম

ছন্দ দুলিয়া।

মোর কন্ঠ, কেবল থামিয়া যায়,

নেত্র জলে ভরিয়া যায়।

আপনাকে পাইনা কো খুঁজে,

তাই এ চলা থামিতে শিখিনাই।

এত ভীরে তবু একলা

মোর মূর্ত ফেরারি মন

আসিতে-যাইতে দোলাচলে

আমার এই এক মুঠা জীবন।।

৩০শে জ্যৈষ্ঠ ১৪২৩

বঙ্গ

বঙ্গ আমার মাতৃস্নেহ,

বঙ্গ আমার প্রাণ।

বঙ্গহীন নাই কেহ

তাহার সূরে মেলাই কান।।

বঙ্গ দিতে চায় গো শুধু,

মনে জাগায় সুমধু।

দিয়াছে সুখানন্দ,

তবু করি অভিমান।।

রাষ্ট্রবাহির বঙ্গভাষা,

সাহিত্য ভরা পক্ষীবাসা।

বাজিছে ছন্দে, ভালো মন্দে,

বিশ্ব শুনিছে বঙ্গগান।।

১৪ই আষাঢ় ১৪২৩

প্রেমচ্ছবি

তব নয়নে আপন ছবি

যেদিন প্রথম দেখিয়াছি

হৃদয়ান্তরে প্রেমের স্বরলিপি

সেদিন প্রথম লিখিয়াছি

ক্ষণে ক্ষণে নীরবতার আলাপন হইলো,

নব জীবনে সুখ ফিরিয়া আইলো।

ছায়া ভরা কত

কাল গিয়াছে চলিয়া

এই দিন কেবল

পাইব বলিয়া।

তব স্পর্শ পাইলে

হৃদয় তবু জাগে

জানি নাই পূর্বে

বুঝি নাই আগে

নয়নে নূতন স্মৃতি নিয়া

চিত্ত মোরে দেখাইয়া

ভালোলাগা, ভালোবাসা,

কথা দিয়া কথা রাখা,

জানিয়াছি তব কাছে।।

৩০শে আষাঢ় ১৪২৩

গুরুদেব

সপ্রতিভ ভীমতম যুগসন্ধিক্ষণে, সপ্তাশ্বের ন্যায় উজ্জ্বল,

সিদ্ধকাম আপনার কর্ম, সিদ্ধকাম আপনি আহবে।

অসমের দ্বারে সর্বসিদ্ধ সম্মাগার্ভয়,

সমদর্শিতার ন্যায় সব্যসাচী,

কালবিলম্ব ধরে সমাকীর্ণ, কুচিন্তান্দম সফলাচলায়তন।

হরিষ বিষ্মিত বিমূর্ত কালে, প্রফুল্ল হাসনুহানার ন্যায়,

হিল্লোলে হিতেষনায় মোদের গুরুদেব –

ভবদীয় ভবলীলায় বিভাষ, গুপ্ত ভীষ্ম প্রতীজ্ঞা ভুঁই।

মহৎ সচিন্তা-মহড়ায়, অন্তর্লীন-অন্তর্ভেদী-অন্তর্মুখ-অন্তর্যামী,

চরমোৎকর্ষে কৃতার্থ আজি,

সহস্রাশুর ন্যায় উজ্জ্বল পরশমণি।।

১লা শ্রাবণ ১৪২৩

“আলোচ্য কাব্যখানি আমার জীবনের এক অতি শ্রেয়পূর্ণ ব্যাক্তিত্বকে উৎসর্গ করিয়াছি। তাঁহার গুণ বিচারে বসিলে বোধহয় আমার সাহিত্য রচনার সমাপ্তি ঘটিবে না। দু’-বৎসরের তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া কোনো ত্রুটি হয় নাই।”

কালপথ

জাগো তুমি, তুমি জাগো,

হায়, মন্দভাবের নিঠুর হাতে।

আমি জেগেছি হিয়ার কাজে,

ভুবন দুলিছে কালপথে।

রূপ বদলে জ্ঞান ছায়া,

ছায়া রে ছায়া, ছায়া রে হায়।

আমি আলোকের পাতার ভাজে,

নিভলো আবার কালপথে।।

২০শে শ্রাবণ ১০২৩

আহা

গুঁড়ো দেয় সুড়সুড়ি

কাঁপে মোর কবজি

বুড়ো দেয় মুদ্রা

কেনার জন্য সবজি

ভেঙে ভেঙে নস্যি

করেছিল চেষ্টা

পড়ে গেলো হাঁচি দিয়ে

ব্যর্থ হল শেষটা।।

২০শে শ্রাবণ ১৪২৩

গণতন্ত্র

খ্রিস্টপূর্বান্তরে পঞ্চশতক মাঝে –

বঙ্গ রূপান্তর ঘটিল এমনে,

যাহা তন্ত্র লাগিল গণে।

শাসিত রূপ হইল অবিরত –

পদ্ধতি মাঝে করিল আবর্তিত,

গণতন্ত্র বুঝিলেম অভিধানে।

স্বাধীনতাকামী জীবনযাত্রায় –

বিশ্বাসী মানবের চাহিদার মাত্রায়,

জীবন দর্শন প্রফুল্ল অভিযানে।

‘ত্যক্ষ–পরোক্ষ ভাবে –

শাসন ব্যবস্থার স্বভাবে,

সর্বাভিমুখের আয়তনে।

আদর্শগণের মাঝে –

আদর্শ প্রণয়নের কাজে,

ক্রুটিহীন প্রচলনের দৃষ্টিকোণে।।

২১শে শ্রাবণ ১৪২৩

সূর

হে অচেনা, ছিল এক কালে,

অনুভূতি হয়নি তখন,

শুনেছি গান চলভাষে, অনন্য বৈকালে,

আবিষ্কার করেছি হৃদয়ে যখন।

কথা ছিল অস্পষ্ট, স্বরলিপি ছিল না হাতে,

কন্ঠস্বরে দুলেছিল ছন্দ, কান রাখি তাতে।

দেখা হয়নি আজও, দেখতে চাই তবু –

শুনতে চাই ভালোবাসার কথা,

তার কন্ঠসূরে নতুন আরও বহু।।

১লা ভাদ্র ১৪২৩

অসুস্থ

১

ঝিম ঝিম করিছে দেহখানি,

ঘুম ঘুম করিছে হৃদয়,

নখ দন্তে ভরিয়া যাতনা –

কন্ঠস্বরে দেহ কাঁপুনি।।

৮ই ভাদ্র ১৪২৩

২

সাদা ভাতে ডাল মেশাই

পাশে আলু নিয়া

জিহ্বায় পাইনা কো স্বাদ

ডাল-ভাত গিলিয়া।।

৮ই ভাদ্র ১৪২৩

৩

সন্ধ্যা-সংগীত দিয়া

ভরিয়ে দিলেম হিয়া

লাগে না ভালো আর

থুক থ্যাঁক কাশি

গলায় দেয় ফাঁসি

সময় আইল সুস্থ হ’বার।।

৯ই ভাদ্র ১৪২৩

৪

অবিরাম হইতেছে হাচ্ছি,

আছে সাথে সর্দি

নাকা কণ্ঠে বাজিছে বাদ্যি

নেই কো হাতে নস্যি।।

১০ই ভাদ্র ১৪২৩

অতীত

চলে গেছে তাড়াতাড়ি, অতীতের দিনগুলি

হয়ে গেছে বারাবারি, ভেবে বেড়াই সেইগুলি।

লম্বা পথ সামনে, করবো কি তা জানলে,

বদলে দিতাম নীরবে, রবের কলি।।

বেদনা ছিল প্রকাশে, গণ্ডি ছিল টানা,

চিন্তা ছিল আকাশে, কেন তা জানি না!

দর্শন পড়ে চলেছি তাই, যদি সময় ভালো পাই,

সুখের চাবি ঘুরবে কবে, জানলেও মানি না।।

নীরবতা নেই কোনো, চারিপাশের প্রতি কানায়,

থেমেছি বহুবার, পরেছি বহুবার, হৃদয়ের কোণায়।

মনে মনে হাজার রঙে, বলে যাই বহু ঢঙে,

ভালো থাকার কথা, বিনামূল্যে কেই বা জানায়।।

২০শে ভাদ্র ১৪২৩

বর্তমান রূপে

কালের-যাত্রাকথা শুনেছি বহুবার,

বাস্তবে দেখিনি কোনোবার,

ভাবলাম আবার।।

চলেছি আমি স্পষ্ট পথের মাঝে,

মনে মনে কোলাহল বাজে,

বর্তমান কাজে।।

কুড়ি বছর বয়স আমার, দীর্ঘ আয়ু বাকি,

দিচ্ছি না তো কাজে ফাঁকি?

সবকিছু ঠিক ঠাক নাকি?

লিখেছি বহু কাব্য, লিখতে চাই আরও,

রাত হয়েছে এখন, ঘড়িতে বাজে বারো,

স্বপ্ন দেখায় হাজারো।।

২১শে ভাদ্র ১৪২৩

বর্তমান

ভেবে ভেবে কত না কিছু, কেবলই লিখে লিখে যাই,

আর এমনি করেই আমার পদ্যে নতুন ছন্দ খুঁজে পাই।

যেভাবে আকাশ ছিরে মেঘের দেশে,

খুদার্থ বৃষ্টি বিন্দু নেশায় নেমে আসে।

কখনো আনমনে ভূগর্ভের জানলা খুলে

পিঁপড়ের ঝাঁক ডুব দেয় ভেজা ঘাসে।

এভাবেই দিন কাটে জীবন-চক্রে,

নতুন ভাবনার নিমন্ত্রণ আঁকড়ে,

স্তব্ধ নয় স্পষ্ট নয় কিন্তু আবার দীর্ঘ,

অবিরত সময়ে মিষ্টি মুখে ফেলে দেই বেদনার ছিবড়ে।।

২২শে ভাদ্র ১৪২৩

ভবিষ্যৎ রূপে

নতুন নতুন ভাবে, নতুন নতুন স্বভাব,

কার ভাবনা ছোটে, ভবিষ্যতে

ভরে ওঠে সকল অভাব।

অস্থির মনে, অনধিকার কর্মে

কার চিন্তা খাটে চরমে

খুঁজে পাই না জবাব।।

২৩শে ভাদ্র ১৪২৩

জীবন জেহাদ

জেহাদে পরিয়াছি আমি জীবনে ফরাজিতে,

দার–উল–ইসলাম মুছিতেছে বারে বারে,

ভরিয়া গিয়াছে শত্রু দার–উল–হারবিতে।

বৈপ্লবিক ধারা আসিতেছে আবার,

কাল রচিতেছে ইতিহাস এবার,

ঘনান্ধকারে ফুটিবে যেন ওয়াহাবিতে।।

২৪শে ভাদ্র ১৪২৩

ম্যাকবেথ

চক্র ধরা চরণদ্বয়ে, ঢক ঢক ধ্বনিতে যায়ে,

কৃষ্ণ লাল হইয়া, খ্যাঁক খ্যাঁক য়ায়ে।

পুরাতন পাপ করিছে শাসনের তপ্ত আলাপ,

পেল নাহি সুখ, হা হা হা হা হায়ে।

স্বর্ণ–দিবারে, মোরে খুশি নাহি দিতে পারে,

স্বাধীনতা মাগিয়াছি ঈশ্বর পানে, বারে বারে।

যাহা উচিত নহে, তাহা করিয়াছিলেম মোহে,

মন্দ–ছন্দ–বন্ধ ভাবে, বক্র–চক্র জীবন কহে।।

৩১শে ভাদ্র ১৪২৩

মন দিয়ে

একটি নক্ষত্র দেখেছিলাম,

কিছু তারাও দেখেছিলাম পাশে,

দেখেছিলাম যখন মন দিয়ে।

ভুমির পর্দা ছিরে শত প্রাণের ভীরে

উঠেছিল যবে শিশু চারাটি,

আকাশে দেখেছিল বহু তারা

আমি দেখেছিলাম মন দিয়ে।

ভিনদেশী পাখি এসেছিল যবে

দিনটি ছিল না মনে, ভুলে গেছি কবে।

তবু এই অচেনা, ভোলেনি পথ আজও

দেখলাম তাই মন দিয়ে।

মানুষ কি পারে প্রাণের ভীরে আকাশে তাকাতে?

পারে কি তারা ভিনদেশী পাখির মত মনকে জাগাতে?

পারে কি মন মুক্ত করতে?

জাতিভেদ ভুলে মানুষকে যুক্ত করতে?

ভু-পৃষ্ঠে দাঁড়িয়ে নিজের মন শক্ত করতে?

২১শে আশ্বিন ১৪২৩

পদ্যামৃত

আমারে তুমি করেছ নূতন,

আবরণ-বন্ধন অমৃতপরশে।

বাঁধন নেই কো আজ হৃদয়ভবনে,

পাষাণ-হিয়া গলিছে করুণ রসে।।

নিশিথ-শান্ত প্রদীপশিখা,

জ্বলছে চুপি চুপি।

শান্ত হও গো শান্ত হও,

যেও না দূরে হে জোনাকি।।

পাতার মর্মরেতে মিশেছে আলো

লাগিল মনে সন্ধ্যারতন।

স্তরে স্তরে আলোক ভিক্ষা নিয়ে,

অন্ধকারে ফুটিছে প্রকৃতির ধন।।

২২শে আশ্বিন ১৪২৩

প্রকৃতি

১

নীলাকাশের আলোকধারা

পশ্চিমাকাশের কোলে

সূর্য উদয় কালে

চাইছে দিতে শ্রেষ্ঠ ব'লে।।

৬ই কার্ত্তিক ১৪২৩

২

সবুজা বিশ্বে বিশ্ব উষ্ণয়ন

বর্ণহীন হতে হতে

ভাবি প্রজন্মের শিশু

বাঁচছে ও মরছে।।

৬ই কার্ত্তিক ১৪২৩

অন্যরকম

স্নান করে ধুয়ে ফেলি

মনের কালো নোংরা

কেউ দেখেনি আজও

রাজনীতির কালো চামড়া।

ভেঙে দিলাম আজ

মন্দনীতির আওয়াজ

মনে পড়ে না

শত জন্মের কাজ।

বন্ধক থাক জীবনগুলো

সুখশান্তিহীন

আমার এই চলার পথে

মেলে ধরো শত রঙিন।

পথে পথে আবার

অশান্তির টান

তুমি শোনালে কেন যে

কর্মযোগের গান।

সেই গানেই খুঁজে পেলাম

পাষাণ ভরা উভচর

গীতা বাইবেল কোরানের পাতায়

খুঁজি সেই উত্তর।।

৮ই কার্ত্তিক ১৪২৩

ভাইফোঁটা

সাগর তো যেমনে তেমনে

একটু এভাবে সেভাবে

কাঁটিয়ে যাবো জীবন

আপনার কি হবে, মোনালী।

না কেউ আগে পিছে

না কেউ উপর নীচে

নেই ভাইফোঁটার বোন

নেই কেউ বোন, সোনালী।

রাস্তা ছিল সেদিন ফাঁকা

সাগর ছিল ঘরে একা

আসেনি তার বোন

নাম ছিল যার অলি।

খাচ্ছি বসে ঝুরি-মুড়ি

সাগরের বোন শিলিগুড়ি

ফাঁকা তার মন

বাগানে ধরেনি তাই কলি।।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া ১৫ই কার্ত্তিক ১৪২৩

সূর-সন্ধান

গাহিতে চাই আনন্দ রবে সূর যাহা নাই,

সূর পাহিলে গাহিতে গান চাহে না কো প্রাণ।

অন্তর মম কহে নীরবে গানের ওপারে,

দাঁড়িয়ে থাকা সূরের পাতা ভিজিয়ে দিলি রে।।

ছট পূজা ২০শে কার্ত্তিক ১৪২৩

কল্পনা স্বল্প না

আজ গান গাই না

সারা রাত ভাবি না

আদিম ফিরে ফিরে চায়।

সব ঠিক তবু আজ

লেখি বেহিসাব

মন খারাপ নয়

তবু হারায়।।

আজ বিষয় একা

শূন্য পাতায় আঁকা

মনে রাখা

ছন্দ মানায়।

তোমাকে কবিতায়

রেখেছি বহুবার

শুধু শুধু তোমায়

আজও আগুন জ্বলে যেন

সে নিভবে না শোনো

আমি আজও লিখি

কাব্য অপেক্ষায়

তবু হায়ায়।।

আগুন জ্বলছে মনে

শীতের দিন জানে

বাজে ঠাণ্ডা নূপুর

বরই বেসূরে

অসম্ভাবনার ভয়

চোখে আনে ঝড়

পাখি আসেনি, গায়নি

গেছে উড়ে।

বিবর্ণ লেখায়

ভাবনা খেলা করে

স্বপ্নরাও খেলে
আমার মাথায়
রাজনীতিকে
দেশের মুঠোয় রেখে
ভালবাসছি মনে
তবু হারায়।।

কখনো অতীতে
কখনো বর্তমানে
প্রতিটি বর্ণে
আমার লেখায়
সাহিত্যেরই মানে
আমার এ জীবনে
তোমার হাতের স্পর্শে
তোমার ছোঁয়ায়
তবু হারায় –

কান্না এখনো

বিশ্বাস করে যায়

তুমি মুছবে সে জল

আশার নেশায়

কত আর লিখবো

মাত্রা সাজাবো

এ লেখা পড়ে যাও না হয়।

নিঠুর যন্ত্রণা

মনে থাঁদ রাখে না

এ লিখিত মন আমার

কোন মায়ায়

হয়তো তুমিও

আনমনা হয়ে

লিখবে হৃদয়ে

আমার নাম না হয়।।

৩রা ফাল্গুন ১৪২৩

সমকালীন যন্ত্রণা

মনে মনে চাওয়া পাওয়া

উড়ছে মনে আশার হাওয়া

দাও একটু দাও ভালো শিখতে।

ছন্দ ছাড়া কাব্যটা, যন্ত্রণা বাড়াচ্ছে

তবুও একা মনে, বাংলা গান গাইছে

দাও একটু দাও ভালো লিখতে।।

যাচ্ছে দিন অন্তহীন বর্ণহীন সমকাল

কেউ ভালো লাগছে না, বাঁধছে না পদ্যজাল

তাই ভালো লাগছে না এ জীবন এ সময়

তাই ভালো হচ্ছে না, উন্নতি প্রতি কানায়

দাও একটু দাও বাংলা বলতে

দাও একটু দাও বাংলা লিখতে।।

পারছে কেউ পারছে না বলছে তাই যাচ্ছেতাই,

বলছে কেউ বলছে না বাংলায় লিখতে চাই।

সব ভুলে মন খুলে বাংলা কেউ পড়ছে না

সব যেন তাই কেন মাতৃভাষা জানছে না

দাও একটু দাও বাংলা শিখতে

দাও একটু দাও বাংলায় ঢুকতে

ছবিটা মুছে গেছে ক্যানভাসের আগুনে

বরফের হরফে লিখছি প্রেমহীন ফাগুনে।

ভেবে শুনে উচ্চারণে বাংলা বলতে

কেন বাঙালি নেশায় দুলতে

দাও একটু দাও ভালো ভাবতে।।

কাটছে দিন দিগন্তহীন ছন্দহীন বর্তমান

সব যেন মুক্তহীন করছে তাই অপমান

তাই আমার লাগছে সব দিন দেখা ছলনা

সব মিলে করছে পাপ এত সহজে ভুলনা

দাও একটু দাও মন খুলে হাসতে

দাও একটু দাও মন ভরে কাঁদতে।।

হচ্ছে কেউ হচ্ছে না কর্মযোগে শিক্ষাহীন

ভাবতে কেউ ভাবছে না রাজনীতি যুক্তিহীন

অলসেরা চলছে তাই শিক্ষা ছেড়ে প্রেম পথে

কলম ছেড়ে নিচ্ছে তারা আবেগপূর্ণ জীবন হাতে

দাও একটু দাও প্রতিবাদ করতে

দাও একটু দাও নতুন গড়তে।।

আবারও বলছি আমি শোনো ভাই মন দিয়ে

আমার কথাগুলি পড়ে বোঝো প্রাণ দিয়ে

বাংলার জাগরণ হাতে ছিল আমাদের

হয়নি তবু করতে হবে তোমাদের

দাও একটু দাও ভালো লাগলে

দাও একটু দাও ভালবাসলে।।

৯ই ফাল্গুন ১৪২৩

ফাল্গুনী বর্ষা

ঝরঝর বর্ষায় ভিজছে শুকনো কিছু,

ভেজা ঘাসের শরীর ঘেঁসে করছে তারা পিছু।

শুষ্ক ডানায় উড়ছে পাখি, ভিজতে আসছে তারা,

বসন্তের প্রাতে এমনি কেন নামল ফাল্গুনী ধারা?।

দারুচিনি কাঁপছে হাওয়ায়, দোলে সুপারির এক পা,

লোডশেডিং-এর অন্ধকারে লাগছে ভূতুরে ধাক্কা।

লিখতে লিখতে থমকে গেলাম, দোয়াতে শেষ কালি,

নোংরা মেঝে গেছে ভিজে, ভাসছে কিচকিচে বালি।।

২৭শে ফাল্গুন ১৪২৩

কালকূটের কালবেলা

নীরবে স্বরলিপি লিখছি ভয়ে ভয়ে!

আপন মনে চলছি পথে। অল্প-স্বল্প

লিখতে লিখতে, নতুন জীবন জয়ে-

নিচ্ছি তুলে কলম খাতা আপন হাতে!

লিখতে চাই পয়ার এবার, তা ভেবে

লিখে যাই ছন্দ গাঁথা পঙক্তি আবার!

ভাবাবেগের শেওলা, বিষয় পাই না

বিচিত্রিতায়, শুধু অবহেলা জানায়।

কারবারি করেন যেমন কারসাজি

দেখাতে, আমি কেবল লিখে যাই, কবি

হয়ে ভাষায় ভাসার নতুন আশাতে।

আমি যদি মুছে যাই, মুখ ফিরে চলে

যাই, ডুবে যাই লেখার কালচিটেতে,

লেখার গতি থেমে যাবে কালবেলাতে।।

২৬শে চৈত্র ১৪২৩

বৃষ্টি

বৃষ্টি বিন্দু ভিজিয়ে দিল প্রাণ

মনের মাটি যত,

জানিতাম বিশ্বাসে শ্রাবণের পূর্বাশ্বাসে

শুকনো চিন্তার ওপারে নবানন্দ আসে।

ভেসে ভেসে এসেছ তুমি

যখন ছিলাম আমি একা,

রিমঝিম সংগীতে দেখি ভিজে মাটি

ছিল যা পাষাণে ঢাকা।।

২১শে জ্যৈষ্ঠ ১৪২৪

লেখনী

১

বিপদে পরিলে মায়ের কথা স্মরণ করিও।

না করিতে পারিলে নিঃসন্দেহে মরিও।।

২৮শে বৈশাখ ১৪২১

২

জীবনের প্রতিটি স্বপ্নের হয় যদি মরণ।

বসে পড়ো অভিধান সংকলন।।

ছিঁড়ে ফেলো সেই খাতা।

যেখানে নেতিবাচক গাঁথা।।

২৯শে বৈশাখ ১৪২১

৩

জীবনে সঠিক জয়, পেতে যদি হয়, করবে না ভয়।

মনে রাখবে, হবে তোমারি জিত, বলো তবে I Have To Do it।

৩০শে বৈশাখ ১৪২১

৪

সমাজ যদি বিপদের মুখে হয় কালো।

রবীন্দ্র সুত্রে বলো, "জ্ঞানের আলো জ্বালো"।।

১৪ই চৈত্র ১৪২১

আপনমনে

অদ্য সন্ধ্যায় কন্টক হস্তে, শৃণোতিছে জলধিতরঙ্গ।

শ্যামা উমা নাহি গ্রামে, অস্মে লাজ ফিরিয়া আবিশতি।।

৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৪২৩

নিরুদ্দেশ

সাহিত্য জন্মেছিল শত শত ভাষাতে,

সাহিত্য বুঝিবে হৃদয় ভালোবাসাতে।

শত শত ধারার শত শত নিয়ম!

অল্প স্বল্প প্রেমে, ছন্দ–বন্ধ সংগম।

আমি লিখি কবিতা, উচ্চারণ অধরে –

শোনে ভাবে লেখে, অন্তরাত্মা পরস্পরে –

কল্পিত সাগরে ভেসে ছন্দ যেন দেখি,

আনমনে কলম হাতে কবিতা লিখি।

মনে পড়ে অভিধানে, ছায়া ছিল কালো!

লিখে লিখে খুঁজে চলি, নব পথে’ আলো।

প্রয়াস ছিল পূর্বে, আজও করি শত,

চলার পথ সহজ নয়, ভাবি যত –

সম্মুখে দিগন্ত, উড়ি গগন সমীরে,

ডুব দিয়ে খুঁজে বেড়াই সাগরতীর।।

২৭শে আষাঢ় ১৪২৪

চোখে দেখা বাস্তব

আমার দিন ফুরালে জ্বলিবে বিজলি বাতি,

কলম খোঁচায় কাব্য লিখে সশব্দে মাতামাতি।

বাইরের ঘরে আগুন গিলছে বর্তমানের ভূত,

প্রলাপ বকছে জার্মানিতে বঙ্গ রাষ্ট্রদূত।

লাইব্রেরীতে জমছে ধুলো,

পথ হারাচ্ছে ছন্দগুলো,

দোষ কেন দাও কপাল ছুঁলে,

দুর্নীতি নারছে কড়া দরজা খুলে।।

হাল্কা পায়ে ভাঙছে সিঁড়ির অভিমান,

ধাতব চামচ মাপছে চিনির পরিমাণ।।

২৮শে আষাঢ় ১৪২৪

আষাঢ়

১

(সরল কলাবৃত্ত ছন্দ)

উজ্জ্বল রোদে আবৃত অসমের দ্বার,

উষ্ণতার খেলায় উত্তপ্ত বর্ষাহীন আষাঢ়।

যত কাণ্ড প্রকৃতির ছন্দ দিচ্ছে ধ্বংস-পথিক,

ইতিহাস বিজ্ঞানে জ্বলছে বঙ্গ নাগরিক।।

২

(যৌগিক কলাবৃত্ত ছন্দ)

মহাছন্দে বন্দী আমি, বর্ষাবিহীন আষাঢ়ে,

দেখছি কেবল নীরব বঞ্চনা –

আদিম থেকে অন্তে শুধু যেতে যেতে,

করতে হবে সর্ব রচনা।

৩

(মিশ্র কলাবৃত্ত ছন্দ)

ভিজেছি বৃষ্টিতে, কত যে দিনগুলোয়।

দিল সবাইকে ভাসিয়ে,

চলে গেল কোথায় তা জানি না!

ভিজেছিল খাঁচার পাখি,

এই ভেবে যদি বৃষ্টি আর আসবে না।

উড়ে গেল বলতে বলতে,

আষাঢ়ে রোদের আলো আর নিভবে না!

ভেবেছিল মনে মনে,

শূন্য খাঁচা পড়ে কেন যাচ্ছে না!

বুঝেছিল ফেরারি প্রাণে,

ছাড়া পেয়ে ফিরে আর যাবে না।

চলা গেল উড়তে উড়তে,

আষাঢ়ে রোদের আলো কোনোদিন নিভবে না!

৩০শে আষাঢ় ১৪২৪

দেশদর্শন

প্রাণহীন ভূখণ্ডরে কহে না কো দেশ,

নাই যদি থাকে, মানবের মাঝে ভালোবাসার আবেশ।

যত দিন গেছে চলে, ছিঁড়ে ফেলা ইতিহাসের পাতায়,

স্বাধীনতার নাটক আবার লিখিবে হিসাবের খাতায়।

চরণদ্বয় তবু মাটিতে পড়ে না কো আজ,

এমনি গড়েছি মোরা স্বাধীন সমাজ।

কেহ নাহি জানে কাদের আহ্বানে হইলো রাষ্ট্র স্বাধীন,

স্বাধীনতার অর্থ তখনি বুঝিবে দেশপ্রেম জাগিবে যেদিন।

বিজ্ঞানের অগ্রগতি করিতেছে নূতন যত,

মানবের প্রয়োজনে হইয়ো না মানবের মতো।।

২৯শে শ্রাবণ ১৪২৪

আলাপন

(চলন)

বিভু ।। পিতৃ আহ্বানে ভঞ্জিত স্বপনে

উঠিলাম জেগে অদ্যপ্রাতে,

ঘুমের নেশা কাটেনি যেন

হৃদ-দেবতার হাতে।

অধর ডুবিছে চায়ে

দৃষ্টি মোর পথপানে

ঘুমের নেশা চলিয়া যায়ে

রবিবাবুর তানে।

চলিতে হবে ক্ষণিক পথ

চলিয়াছি আমি তাই

অর্কবাবু অপেক্ষারত

যাইতে হ’বে যাই।।

(প্রাতঃস্মরণী বেয়ে)

সাগর ।। কোথা পানে যাও টানে?

অদ্যবেলায় বারে বারে,

দুরন্ত পথ চলা

হয়নি মোর এ' বেলা,

বলি, যাও কোথায়?

থরে থরে।।

বিভু ।। তব বাক্য শোনবার

নাইকো সময় আর।

যাই চলিয়া দূর-পাণে

বলিব পারে, জানিবে পরে

আসিবে দস্তক তব কানে।।

(পথ ভাবনা)

বিভু ।। হাঁটিতে হাঁটিতে চলিয়াছি

মনে মনে বলিয়াছি –

ক্ষমা হোক মোর ক্লান্তি,

দীর্ঘ পথ চলা বাকি

এ মনস্কামে নয়কো কোনো ফাঁকি,

পথ শেষে হবে মোর শান্তি।

দেখছি বহু বৃক্ষতরু, যান –

পথের'পরে আমি,

আমার'পরে বৃহৎ জালাধান।

সম্মুখে মোর লক্ষ,

পশ্চাদে ছাড়িয়াছি বহু কিছু –

কাঁপিছে মোর বক্ষ,

পথভাবনা ছাড়িছে না পিছু।

দেখছি দূরে গন্তব্য,

শান্তি মোর মনে।

লিখিয়াছি বহু কাব্য,

লিখিত এ' মোহ –

কাটিছে ছন্দের চক্রব্যূহ।

আনন্দ ধ্বনি বাজিছে প্রাণে।।

২৬শে চৈত্র ১৪২২

প্রহেলিকা

অতি বিস্তৃত সাহিত্য। সাহিত্য অন্তরে অধিকাংশ লেখনীই কাব্য, কিন্তু তদ্ভিন্ন আরও অনেকজাতীয় লেখনী আছে। লেখনী মাথায় মাথায় পাতায় পাতায় মিশামিশি হইয়া অনন্ত ভাব চলিয়াছে। বিচ্ছেদশূন্য, ছিদ্রশূন্য, আলোকপ্রবেশের পথমাত্রশূন্য; এইরূপী ছন্দের অনন্ত সমুদ্র, ছত্রের পর ছত্র, পঙক্তির পর পঙক্তি, পয়ারে দ্বিপদীর উপরে ত্রিপদী বিক্ষিপ্ত করিয়া চলিয়াছে। সম্মুখে ঘনান্ধকার। নব আশা অস্ফুট, ভয়ানক! তাহার অন্তরে কখনোও নবজাগরণ হয় না। চর্যাপদ হইতে শ্রীজাত, তাহার অন্তরে নব্য কবির কাব্যাহ্বান শুনা যায় না।

একে এই বিস্তৃত অতি নিবিড় অন্ধতমোময় সাহিত্য, তাহাতে ঘনান্ধকার। কেহ কোনো আবৃতি করিতেছে না। বরং সে ঘনান্ধকার অনুভব করা যায়, শব্দময়ী বিশ্বের বঙ্গসাহিত্যনিস্তব্ধভাব অনুভব করা যাইতে পারে না।

সেই অন্তঃশূন্য সাহিত্য অন্তরে, সেই সূচীভেদ্য ঘনান্ধকার লেখনীতে, সেই অননুভবনীয় নিস্তব্ধ অন্তরে প্রকাশিত হইলো, ‘প্রহেলিকা’। ‘সময়’ হইতে ‘আলো’-র দীর্ঘ পথের পঞ্চ-একক-কাব্য-সমাহার লইয়া বিরচিত অখণ্ড কাব্যগ্রন্থের কোজাগরীর আলোকপূর্ণ কর্মযোগে সাহিত্য-সাহসী-মনস্কাম প্রকাশের প্রয়াস বলিলে মন্দ হইবে না।

গায়েত্রীশীর্ষে লেখনীর পূর্বাপর স্থিতি।

একাবিংশ শতকে দেখিলেম লেখনীর ভাগীরথী।।

অসমের দ্বারে প্রহেলিকা যাঁহার কর্মপ্রাণ।

নারায়ণী দেবকন্যা গায়েত্রীনাম।।

নব কাব্যের সাহিত্যসংগমে চলিলেন বহুদূর।

ইহা লিখি তুমি দিদি গেলা স্বর্গপুর।।

ধন্য হইলো লেখনী তব ধন্য কাব্য আভাস।

অখণ্ড প্রহেলিকা তুমি করিলে প্রকাশ।।

৭ই ভাদ্র ১৪২৩

চির আশা

নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস,
ওপারেতে সর্বসুখ আমার বিশ্বাস।
নদীর ওপার বসি দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে,
মনে হয় সর্বসুখ সকলই এপারে।।

আলোচ্য কাব্যাংশখানি বিদ্রূপাত্মক রচনা'বলম্বনে বিরচিত। মানবতন্ত্রের এক বিশেষ চরিত্র–সাদৃশ্য হইলো পররূপামোহ, মৌন–সম্মতি কিংবা পর'বস্থার প্রতি লোভ। আপনাবস্থা যাহাই নিরেট–অভঞ্জিত হোক না কেন তাহাদিগের চাহিদার সমাপ্তি ঘটে না। দীর্ঘশ্বাস ফেলাইয়া বিশ্বাসের জোড়ে সর্বসুখ খুঁজিতে কালপথে ক্লান্ত–অবিরত ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। কিন্তু সে সর্বসুখপুরীতে পৌঁছাইয়াও চাহিদার বিরাম ঘটে না।

২৬শে আষাঢ় ১৪২৩

আমসত্ত্ব দুধে ফেলি

আমসত্ত্ব দুধে ফেলি তাহাতে কদলী দলি,
সন্দেশ মাখিয়া দিয়া তাতে,
হাপুস হুপুস শব্দ চারিদিক নিস্তব্ধ
পিঁপীড়া কাঁদিয়া যায় পাতে।।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আলোচ্য কাব্যখানি রবি ঠাকুরের বিরচনা হইলেও কোনো পরিণত বয়সের রচলা বলিলে হয়তো বিস্ময়ের কারণ থাকিত না। গুরুদেবের বিদ্যালয়ের সুপারিন্টেনডেন্ট গবিন্দবাবু বালক রবি ঠাকুরের কাব্য রচিবার হাত আছে শুনিয়া এক নীতি বিষয়ক কাব্য লিখিয়া আনিতে বলিলেন। তাহার পরদিন এই কাব্যখানি পড়িয়া তিনি এতটাই খুশি হইয়াছিলেন যে বালক রবীন্দ্রনাথকে ছাত্রদের ক্লাসে নিয়া গিয়া এই কাব্যখানি সকলকে শুনাইতে কহিলেন।

৭ই ভাদ্র ১৪২৩

উৎসব আমার চোখে

উৎসবের এই আলোকমালার মাঝে,

করুণরসের বীণা কেন ওই বাজে।

দিগন্তরেখার ওপার হতে সাজে,

ম্লান মুখচ্ছবি নিরানন্দময় সাঁঝে।।

শ্রী বিভাষকান্তি গুপ্তবক্সী

আলোচ্য চৌপঙক্তিসমাহার শ্রী বিভাষকান্তি গুপ্তবক্সী বিরচিত আত্ম-চিন্তামূলক রচনা।

আঞ্চলিকতা কিংবা তাহার সঙ্গে নিকটচ্ছটা বদ্ধ কিংবা মুক্ত রীতিসমূহকে গভীর চিন্তারূপী মনবলে উপলব্ধি করিলে আনন্দোৎসবের চিত্ররূপ অনন্য ধারাই বিম্বিত ঘটায়।

বিচিত্র মাতৃ-সাহিত্যের কথা উপেক্ষা করিয়া কেবল মাত্র বাঙ্গালির কথাই বলিলাম। বাঙ্গালির সর্ববৃহৎ উৎসব হইলো দুর্গাপূজা। পঞ্চদিবস-পালিত এই উৎসবের আনন্দ ধ্বনি উৎসবের পূর্বে ঊনচত্বারিংশ দিবস পর্যন্ত আহ্বানিত হয়। উৎসবের উত্তরকালেও তাহার আনন্দধারা

মজিতে চায় না। গুণবান বঙ্গবাসীর সময়ানুবর্তীতার প্রতি বিশেষ আগ্রহ রহিয়াছে তা আমি শুনিয়াছিলাম। তথাপি উৎসবের আনন্দলোভ যেন সমস্ত শিক্ষা ধারাকে ললাটমুক্ত করে।

উৎসবের ভীরে চক্ষে পরে না যেমনে চরণধুলি, তেমনে পরে না ম্লান মুখছবির যাতনা। যাহারা আনন্দমুক্ত, উৎসবমুক্ত তথাপি বাকবিচ্ছিন্ন। বিচিত্র মানবতন্ত্রে এঁরা হতভাগ্য।

উৎসবের নব সাঁঝে সাজে এঁরা যত।

নব নব সুখ এঁদের, স্পর্শ করে না কো তত।।

শতভীরে পৃথক করিবার প্রয়াস বৃথা। তেমনি বৃথা যেন উচ্চ-নিম্নের ভেদাঙ্ক সাজানো। তাই হয়তো করুণরস ছিটিয়া পরে উৎসবের এই ভোগের পাতে, অন্ধত্ববোধে হাপুস হুপুস শব্দ করিছে, ক্রন্দনজলের বিসর্জনে।।

৮ কার্ত্তিক ১৪২৩

চুরি

দৈনন্দিন জীবনের অন্তরে মানুষ প্রতি মুহূর্তে ধর্ম এবং ধর্ম নিরপেক্ষ কথাই আসে। কিন্তু ধর্মই বা কি? অথবা, কেন ধর্ম নিরপেক্ষতা? পুরানকালের শর্তানুসারে বলা যাইতে পারে ধর্ম হইলো সেই যাহা ধারণ করা হইয়া থাকে। কাহাকে ধারণ করিবে, তাহা ধর্ম কহে না, কহে কেবল মানুষ। যেথায় সম্পূর্ণ ধার্মিক কথাখানি অবাস্তবিক, সেথায় ধর্মনিরপেক্ষতা আপেক্ষিক তথা অবাস্তবিক, যাহা মানুষের সাময়িক, কাল্পনিক মন শান্তি ঘটাইতে ভুমিকা নেয় তাহা হ'ল কর্ম, তাই কর্মই হইলো শ্রেষ্ঠ ধর্ম। তাহা হইতে পারে সমাজের জন্যে কিংবা সামাজিক বিরোধ, তবুও তাহা কর্ম। চোরের চুরি করা, চোরের ধর্ম। সে কৃপণ ধনীর সম্পদ চুরি করে। বরং বহু ক্ষেত্রে বলা যাইতে পারে, কৃপণ ধনীরাই অধর্ম নীতি মেনে চলেন। চোরেরা তাহাদিগের সম্পদ চুরি করে বলিয়া দোষী বটে, কিন্তু ভোগ বিলাসিতা ছিন্নতাকারী কৃপণ ধনী তাহার চেয়েও বেশী দোষী, শত গুণে শয়তান।।

১১ ভাদ্র ১৪২৩

শিক্ষার মূল্য

ষষ্ট–অষ্টাদশ ঘটিকায় শর্মিষ্ঠাকে পড়াইতে গিয়া উপলব্ধি হইয়াছে অপ্রাসঙ্গিকতার রূপধারার দৃষ্টিকোণ। যদিও বিশ্ব অপ্রাসঙ্গিকতায়, মূর্খামিতে, সততাহীনতায়, দুর্বলচিত্তায়তনে, পরাজয়ার্জনে, বেদনাহীন–যাতনাহীন–চিত্তক্রন্দনাবিহীন পাষাণে পরিণত হইয়াছে। সাম্প্রতিকালের আলোচনা প্রসঙ্গে বুঝিতে পাইলাম শিক্ষাবঞ্চিত–বিদ্যাশূন্য মানবতন্ত্রকে। ভারতীয় নৃত্য লইয়া কথা চলিতে চলিতে উপলব্ধি ঘটিলো শর্মিষ্ঠার নৃত্য প্রতি বিশেষ এলেম রহিয়াছে। কিন্তু খানিকবাদেই এ ভাবনা জীর্ণভঙ্গিত আহ্বানের দস্তক দিল হিয়ায়। বিশ্বভরা নৃত্য জ্ঞান যাহার চিত্তে তৃণভূমির ন্যায় ঘনাবস্থান করিতেছে সে নাকি রবীন্দ্র নৃত্যের নাম শুনে নাই। বাকরোধাবস্থায় আমার চিত্ত বঙ্গ বঙ্গ বলিয়া নীরবে কাঁপিয়া উঠিলো। মেরুদণ্ডহীন সরীসৃপরূপী মেয়ে, জলপূর্ণ মগজে কি কিছুই নাই। লোক দেখাইবার জ্ঞান রাখিয়া হইবে কি? মূল্যই বা কি এ শিক্ষার। ইচ্ছা করিলো দিগন্তপাণে ছুটিয়ে গগনে মিলিয়া যাই কিংবা মরুভূমির তপ্ত বালুকণার ছান্দিক জটিলতায় অদৃশ্যম হইয়া যাই কিংবা মহাসমুদ্র হইতে কলসির পর কলসি লবণাক্ত জল তুলিয়া সৌরতাপে লীনতাপিত শুকাইয়া কলসির অন্তরে পরিয়া থাকা লবণ সশব্দে মুঠা মুঠা গিলিতে গিলিতে পাকস্থলী হইতে পূর্ব গৃহীত খাদ্য লিকলিকাইয়া বাহির করিয়া ফেলি।

যে শিক্ষা কেবল কাগজে–কলমে পরিয়া থাকে, যাহার কোনো ব্যবহার নাই, সেই শিক্ষা পথের পাষাণ অপেক্ষা নগণ্য।।

৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৪২৩

রবীন্দ্র মুক্ত বঙ্গ

এই দেখুন না, আজ প্রভাতে বসিয়া আকস্মিক খেয়াল আইলো, আমার দেখা সামাজিক রক্তধারার অন্তর হইতে এমন একখান দৃষ্টিকোণ বাহির করি, যাহা বলিলে মনে হইবে এই মাত্র স্বয়ং আমিই আবিষ্কার করলুম! আর কোনো বৈজ্ঞানিকের সাধ্যই ছিল না।

বিষয়খানি অত্যন্ত জটিল, আমার এই আবিষ্কার হয়তো পূর্ব প্রচলিত ধারাকে স্পর্শ করে, আপনি হয়তো জানিবেন, তবে কাহাওকে জানাইতে পারিবেন না, হয়তো দেখিবেন, কাহাওকে দেখাইতে পারিবেন না, হয়তো বুঝিবেন, কিন্তু কাহাওকে বুঝাইতে পারিবেন না।

বেশ কিছুকাল পূর্বে, আমার এক বন্ধুর সাথে দেখা হইয়াছিল, আলাপন চলিতে চলিতে হঠাৎ আলাপ উঠিল এ বৎসরের ২৫শে বৈশাখ লইয়া। আলাপে আমি বেশ বুঝিতে পাইয়াছিলুম অপ্রাসঙ্গিক আধুনিকতার জালাধানের হেয়ালিকে, উপলব্ধি করিয়াছিলুম শিক্ষাবিহীন ঘনান্ধকারকে, দেখিয়াছিলুম সাহিত্যশূন্য বিচ্ছেদবিহীন বঙ্গকে।

বর্তমানে আর রবিবাবুর আলোকশিখা জ্বলে না, কয়েক বৎসর পূর্বেও ভোরের আলো ফুঁটিতে না ফুঁটিতে রবিবাবুর গান গৃহে গৃহে খুলিত মনগৃহীত আনন্দের দ্বার, আজ বাজিয়া বেড়ায় অকিঞ্চিৎকর চলচ্চিত্রের ব্যাকরণবিহীন গান।

কালের পরিবর্তন হইয়াছে, এখন বন্ধ করা হোক রবীন্দ্র জগতের আদি–অভিনয়! কতদিন আর সহিব, সহিব কেমনে এ যাতনা, ২৫শে বৈশাখ কি রবিবাবুর গানই শুনতে হইবে? কেউ কি মাথার দিব্যি দিয়াছে গোটা বাঙ্গালাকে? এ কথা আমি বহুবার শুনিয়াছি, বারংবার শুনিয়াছি।

অনেকের মতে, সব কিছুর মত রবীন্দ্রনাথের গানেরও পরিবর্তন হবার প্রয়োজন। উনিশ শতকের সমাপ্তে এবং বিশ শতকের গোঁড়ার সেই গানগুলি আজ নাকি বেমানান হইয়া গিয়াছে। যদি সংগীতসমগ্রকে পুনরায় বিক্রিয়া–প্রক্রিয়া–গবেষণা করা যায় তবেই বা মন্দ কি; আরও শত শত কথা।

চলুন আপনাকে একটু গভীরে লইয়া যাই, সময় ছিল উনিশ শতকের শেষে এবং বিশ শতকের গোঁড়ায়, বাঙ্গালার অন্তরে জ্বলিছে হিংসাত্মক অগ্নি। শাসক প্রতিবাদী বৈচিত্র ছড়াচ্ছে সর্বত্র, নাই শিল্প নাই শিল্পী, আছে কেবল রক্তমূত্র।

আইন তো আজও নাই রাজনীতির বুকে, কেবল দেখি শিক্ষাবিহীন ঘনান্ধকারকে। এ’রূপী এক প্রতিবাদী মানসিকতার অন্তরে প্রতিবাদের সবচেয়ে তীব্র সবচেয়ে সুন্দর ভাষা তখন হইয়া উঠেছিল রবীন্দ্রনাথের গান, হয়তো আক্ষরিক অর্থে ক্রোধ আর প্রতিবাদের ভাষা কহে না এই গানগুলি, কহে গভীর ভালোবাসায় দেশের মাটিতে মাথা ঠেকাবার ভাষা।

ধ্যানদৃষ্টিতে দেশের আদি ও অন্তরকে দেখবার প্রয়াসা, প্রাসঙ্গিক আধুনিকতায় ভাসা।

তাই ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে উপেক্ষা করিয়া রবীন্দ্র মুক্ত বঙ্গ রচিবার প্রয়াস অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর ভাবনা, কিংবা রবীন্দ্রধারাকে উপেক্ষা করিয়া অপ্রাসঙ্গিক আধুনিকতার ন্যায় ছলনা দেখাইবার মনস্কাম অতি মনসম্মতিলক্ষণম।।

১২ই বৈশাখ ১৪২৪